সংবাদ প্রতিদিন

সোমবার ১৭ জানুয়ারি ২০২২

আপন হতে বাহির হয়ে

'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ'-এর পক্ষ থেকে অরিন্দম সাহা সরদার পরিচালিত নতুন সাক্ষীচিত্র 'আপন হতে বাহির হয়ে' মুক্তি পাচ্ছে আন্তর্জাল মাধ্যম 'জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ' ইউটিউব চ্যানেলে, ২২ জানুয়ারি, শনিবার, রাত ৮টায়। ৫৮ মিনিটের এই সাক্ষীচিত্রর কেন্দ্রীয় চরিত্র শিল্পী ও গবেষক অসিত পাল। সাক্ষীচিত্রটির প্রধান উপদেষ্টা হিরণ মিত্র। এইদিন একটি আন্তর্জাল পুস্তিকাও প্রকাশিত হবে সোহম দাসের সম্পাদনায়। তিনি ছাড়াও এই সাক্ষীচিত্র বিষয়ে পত্রিকাটিতে লিখেছেন মৌমিতা পাল ও পার্থসারথি বণিক। সাক্ষীচিত্রটিতে অসিত পালকে নিয়ে কথা বলেছেন নবীন কিশোর, যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং হিরণ মিত্র। 'আপন কথা'-য় রয়েছেন অসিত পালও।

সংবাদ প্রতিদিন

26 I 12 I 2022

লিট্‌ল মাস্টার

২৪ ডিসেম্বর, বিকেল ৫টায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাঘরে উদ্‌যাপিত হল 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী। বর্ধমান শহর ছিল 'প্রতিবিম্ব'-র আঁতুড়। পত্রিকা সম্পাদক, প্রশান্ত মাজী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন ১৯৭২ সালে। বর্ধমানে, কবি সুব্রত চক্রবর্তীর সখ্য পত্রিকাটিকে বিষয়ে ও বহরে বদলে দেয়। শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়, কমলকুমার মজুমদার, সুব্রত চক্রবর্তী, ভাস্কর চক্রবর্তী, উদয়ন ঘোষ, মতি নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী— কে লেখেননি প্রতিবিম্বতে! পত্রিকার মলাট উন্মোচন করলেন শিবাজীপ্রতিম বসু, জয় গোস্বামী, চিন্ময় গুহ ও অভীক মজুমদার। প্রকাশিত হল বিশেষ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যাও। ৫০ বছরের 'নির্বাচিত গল্প' প্রকাশ করলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। কবি ও গদ্যকার দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল। প্রতিবিম্ব-কে কেন্দ্র করে অরিন্দম সাহা সরদার পরিচালিত 'একটি তরবারির রূপকথা' তথ্যচিত্রটি দেখানো হল। স্মারক ভাষণ দিলেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিষয় ছিল 'সময়ের হাত ও ছোট কাগজ'। 'আদম' প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রশান্ত মাজীর 'সন্দীপনের শরীর, সন্দীপনের মন' বইটিও প্রকাশ পেল এইদিন।

দৈনিক স্টেটসম্যান বঙ্গদর্পণ

একটি তরবারির রূপকথা

লিটল ম্যাগাজিন মানেই যেন এক অস্ত্র, তরবারি। যে অস্ত্র সততই ধারালো। যা শানিয়ে নিয়ে একদল সাহিত্য সেবক যুদ্ধ জারি রাখে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ছোটকে বড়র করুণা করার বিরুদ্ধে। পাশাপাশি পঞ্চাশ বছর অতিক্রম একটি লিটল ম্যাগাজিনের কাছে এক প্রকৃত যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধের জন্য লিটল ম্যাগাজিন এক অস্ত্র ব্যবহার, যে অস্ত্রে রক্তপাত হয় না। কিন্তু চোখরাঙানিকে লালচক্ষু দেখিয়ে থাকে। এই ভাবনা থেকে অরিন্দম সাহা সরদারের এবারেরচলমান কথাচিত্র 'একটি তরবারির রূপকথা'। তখন সত্তর দশকের উত্তাল গর্জন '৭১ এ জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। তখন অস্ত্রে অস্ত্রে কানামাছি খেলার রাজনীতি। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য।

এর মধ্যে বর্ধমান শহরে নীরবে জন্ম নিচ্ছে একটি 'প্রতিবিম্ব'। শুধু সাহিত্যের জন্য টিকে থাকার দুর্বার স্বপ্ন নিয়ে। এই কাগজকে সম্পাদক প্রশান্ত মাজী বলে, 'প্রতিবিম্ব' একটি অনিশ্চিত ও অনিয়মিত পত্রিকা। তা বলতে বলতে পঞ্চাশ বছর টিকে গেল এই কাগজ। এই উপলক্ষে এই চলমান তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। ছবির নামকরণ সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত। পত্রিকা নিয়ে সম্পাদকের মরমী আলাপ ছাড়াও মূল্যবান স্মৃতিচারণ করেছেন কবি জয় গোস্বামী। নানা ঘটনাবহুল বর্ণনা করেছেন দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীর দত্ত, অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্নকমল সরকার প্রমুখ সুহৃদ লেখকেরা। দামোদরের চর, নদীজলের ঢেউ, নৌকা এবং সাদাকালো প্রেক্ষাপট এই কথাচিত্রের প্রতীকী সৌন্দর্য হয়ে উঠেছে। উঠে এসেছে প্রয়াত কবি শঙ্খ ঘোষ. উৎপল কুমার বসু, ভাস্কর ও সুব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে এই পত্রিকার গভীর সান্নিধ্যের কথা। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়ো দুঃসময়' বা উদয়ন ঘোষের 'কুয়োতলা'র মতো গল্প ছাপা হয়েছে এই কাগজে। আর কমলকুমার প্রায় প্রতিটি প্রকাশনায় রয়ে গিয়েছেন নানাভাবে। সব মিলিয়ে 'প্রতিবিম্ব' হয়ে উঠেছে লিটল ম্যাগাজিনের মুকুটহীন সম্রাট। এক অর্থে এই কথাচিত্র সমস্ত ছোট কাগজের হৃদয়ের স্পন্দন অন্তরের শক্তি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতার কড়চা

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৪ ডিসেম্বর শনিবার ২০২২

প্রতিবিম্ব ৫০

১৯৭২ সালে বর্ধমান শহরে যাত্রা শুরু *প্রতিবিম্ব* পত্রিকার (সম্পা: প্রশান্ত মাজী), এখন কলকাতা তথা বাংলার পাঠকধন্য পত্রিকাগুলির একটি। পাঁচ দশক পূর্ণ করল এই লিটল ম্যাগাজ়িন, আজ ২৪ ডিসেম্বর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বাংলা আকাদেমি সভাঘরে বিকেল ৫টায়। থাকবেন শিবাজীপ্রতিম বসু জয় গোস্বামী চিন্ময় গুহ সাধন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশিত হবে *প্রতিবিম্ব*-র বিশেষ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, *৫০ বছরের নির্বাচিত গল্প সঙ্কলন*-ও (ঋক প্রকাশন)। সংবর্ধিত হবেন দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; সুমন্ত মুখোপাধ্যায় বলবেন 'সময়ের হাত ও ছোট কাগজ' নিয়ে। কবিতা, গান, শ্রুতিনাটকে আনন্দযাপন, দেখানো হবে পত্রিকার ৫০ বছরের যাত্রা নিয়ে অরিন্দম সাহা সরদারের চলমান কথাচিত্র *একটি তরবারির রূপকথা*।

হাওড়া ও হুগলি

আনন্দবাজার পত্রিকা

২২ ডিসেম্বর ২০২২

প্রণবের ব্যবহৃত জিনিস উত্তরপাড়ার আর্কাইভে

নিজস্ব সংবাদদাতা

উত্তরপাড়া

কাজী নজরুল ইসলাম, চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের উপরে সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ'-এ আছে। এ বার যোগ হল প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত জিনিস ও নথিও।

সম্প্রতি ওই সব জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্য ওই আর্কাইভকে দেন প্রণবের মেয়ে শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় এবং বোন স্বাগতা দাস মুখোপাধ্যায়। সংগ্রহশালার কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেগুলি তুলে দেন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাঠাগারের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক স্বাগতা। অরিন্দমের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে ওই আর্কাইভ।

আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের হাতে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত জিনিস তুলে দিচ্ছেন তাঁর বোন স্বাগতা দাস মুখোপাধ্যায়। *নিজস্ব চিত্র*

ওই সব জিনিসের তালিকায় রয়েছে, জাতীয় কংগ্রেসের ১৯৯৯ সালের নির্বাচনী ইস্তেহার, ২০০১-এর কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তেহার, ২০০০-'০২ সালের জন্য একাদশ অর্থ কমিশনের রিপোর্ট, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাওয়ের দ্বিতীয় জেআরডি টাটা মেমোরিয়াল বক্তৃতা, জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধানের একটি অনুলিপি। ২০০১-'০২ সালের জন্য যশবন্ত সিনহার বাজেট বক্তৃতা, ওই বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্য, ২০০০ সালের অর্থ বিল এবং এক নজরে তিনটি বাজেটের অনুলিপি (১৯৯৯-২০০০, ২০০০-'০১ এবং ২০০১-'০২)। সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকাকালীন প্রণবের ভিজ়িটিং কার্ডও অরিন্দমকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও একটি ব্রিফকেসে তাঁর পৈতে, একটি কলমও আছে।

অরিন্দম বলেন, "বাঙালি হিসেবে আমরা সম্মানিত বোধ করছি যে, প্রয়াত রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং অন্যান্য আগ্রহের নিবন্ধ সংরক্ষণের দায়িত্ব তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। কথা দিতে পারি, যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে সেগুলি রক্ষিত থাকবে। এই আর্কাইভে বহু গুণী মানুষ, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আসেন। তাঁদের কাছেও এগুলি সমাদর পাবে।"

THE TIMES OF INDIA

25. 11. 2022

Ex-fin min Pranab's Budget briefcase, pen find new home

Priyanka.Dasgupta
@timesgroup.com

Kolkata: The briefcase former India President Pranab Mukherjee used to carry when he presented the Budget as finance minister, the pen with the Reserve Bank of India emblem that he used to sign the Budget with, and his visiting card are among the things his sister has donated to the privately run Uttarpara Jibansmriti archive.

Swagata Das Mukhopadhyay, Mukherjee's sister, handed over the briefcase to the archive on Wednesday evening.

Swagata Das Mukhopadhyay hands over former President Pranab Mukherjee's briefcase to the Jibansmriti archive

Among other things handed over were 1999's Congress election manifesto, 2001's election manifesto of the Communist Party, the report of the 11th finance commission for 2000-2005, the text of the 2nd JRD Tata Memorial lecture by P V Narasimha Rao, the constitution of the Indian National Congress (1999), a copy of the speech of Yashwant Sinha's Budget for 2001-2002, the finance bill of 2000 and copies of Budget at a Glance..

Tucked in between is Mukherjee's visiting card from when he was the chairman of the Parliament standing committee on home affairs. "Dada went through the manifestos of all parties before preparing the manifesto of the Congress Party. This briefcase had the manifesto of the Communist Party of India," Swagata said. Most of Mukherjee's books in Kolkata were donated to the Bangiya Sahitya Parishat.

▶Related report, P 5

Pranab had a great collection of books

Priyanka.Dasgupta
@timesgroup.com

Kolkata: Former President Pranab Mukherjee was an avid reader and had a great collection of books both at his Dhakuria residence as well as at Rashtrapati Bhavan.

Swagata, a septuagenarian, retired as the librarian of Uttarpara Jaikrishna Public Library in 2013. Personal ties with Arindam Saha Sardar, the brain behind the Jibansmriti Archive, and an interest in keeping some of the former President's belongings in Uttarpara were the main reasons behind the briefcase donation. "I always believe that Uttarpara is steeped in history and has a rich heritage. That is why I wanted to donate some of my brother's personal belongings to the archive in Uttarpara," the Swagata told **TOI**.

The pen with which Pranab Mukherjee used to sign the Budget

Saha Sardar had sought her help when he was in the process of setting up the archive when she was the librarian at the Uttarpara library. "He had requested me to donate something of Dada to his archive," she said. That's when the search began for other memorabilia. "I asked my niece to see whether there was something left that we could donate," she said. The briefcase was found and brought to Kolkata in September.

Saha Sardar is happy with the latest addition to his archive. "Swagatadi's gesture is going to add value to our archive. As a Bengali, I feel honoured that I am being given this responsibility to archive something from Pranab Mukherjee's life," he said.

দৈনিক স্টেটসম্যান
২৮ নভেম্বর সোমবার ২০২২
বঙ্গদর্পণ

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত জিনিস সংগ্রহশালায়

উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি সংগ্রহশালাটি শহর কলকাতা থেকে খুব একটা দূরে নয়। এই সংগ্রহশালাটি বহু দিন ধরেই বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র জমা রাখছে তাদের ভাণ্ডারে। আর এভাবেই এই সংগ্রহশালায় তারা ধরে রাখছে ইতিহাসের সোঁদা গন্ধ, অতীতের মরচে পড়া আনাচ কানাচ, স্মৃতির ধূসর ধুলো। এই উদ্যোগের কৃতিত্ব অবশ্য জীবনস্মৃতি আকাইভের কর্ণধার অরিন্দম সাহা সরদারের।

গত ২৩ নভেম্বর এই জীবনস্মৃতি আকহিভ সমৃদ্ধ হল ভারতের সংবিধানের এক কৃতবিদ্য পুরুষের স্মৃতি স্পর্শে। এক প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বের ব্যবহৃত জিনিসকে সংরক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহশালাটি ছুঁয়ে রইল ভারতের সংবিধান, জাতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞানকে। এদিন এই সংগ্রহশালার কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের হাতে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত কিছু জিনিস তুলে দিয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বোন স্বাগতা মুখোপাধ্যায়। প্রণবকন্যা শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিতে। এই ব্যবহৃত জিনিসের মধ্যে রয়েছে অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাজেট পেশের ব্রিফকেস, ১৯৯৯-২০২০ সাল পর্যন্ত এক ঝলকে বাজেটের নোটস, তাঁর ব্যবহৃত কলম, ভিজিটিং কার্ড, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারের কপি এবং আরও কিছু জিনিস। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বেশ কিছু ব্যবহৃত জিনিস সাহিত্য পরিষদ এবং দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু জীবনস্মৃতির একটি ছোট পরিসরের সংগ্রহশালায় প্রণববাবুর ব্যবহৃত সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য দেওয়া এক সমদর্শিতার নজির।

১৯৯৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তেহার কেমন ছিল? ওই সময় জাতীয় কংগ্রেস কী সাংবিধানিক রীতি মেনে চলত? শুধু কংগ্রেসেরই নয়, ২০০১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারই বা কেমন ছিল? ২০০০-২০০৫ সাল পর্যন্ত একাদশ অর্থ কমিশনের রিপোর্টে কী লেখা ছিল? পি বি নরসিমহা রাওয়ের দ্বিতীয় জে আর ডি টাটা মেমোরিয়াল লেকচারের বক্তব্য বিষয় কী ছিল? অর্থমন্ত্রী হিসেবে ২০০১-২০০২ সালে যশবন্ত সিনহার বাজেট বক্তব্য, বাজেটের মূল উপজীব্য, ২০০০ সালের অর্থ বিল, ১৯৯৯ সাল থেকে পরপর তিন অর্থবর্ষের বাজেটের কপি এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ভাণ্ডারে জমা রইল।

এছাড়াও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সেই সাধের কলমটি যা দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির মহাভারত রচনা করতেন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, তাও জমা পড়েছে জীবনস্মৃতির সংগ্রহশালায়। সংসদে স্বরাষ্ট্র দফতর সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি স্মারকে এক

বাঙালির দিল্লি রাজনৈতিক অলিন্দে পা রাখার অভিজ্ঞান। এমনকী কীর্ণাহারের ওই বিশেষ মানুষটির ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক পৈতেটিও জীবনস্মৃতিকে দিয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সহোদরা স্বাগতা মুখোপাধ্যায়।

যেসব দর্শক এই জীবনস্মৃতি আকহিভে আসবেন তাঁরা সাক্ষী থাকবেন এক বাঙালির দিল্লি জয়ের কথা। জাতীয় রাজনীতির চাণক্যে'র অর্থশাস্ত্রের রচনাভাষ্যের প্রতিলিপি জমা রইল উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আর্কাইভে।

এই সময়

কলকাতা ভেজুয়ালি

১ অক্টোবর শনিবার ২০২২

শারদ অর্ঘ্য

সেপ্টেম্বর, ১৯১৪। শারদীয়া উপলক্ষে বাংলা গ্রামোফোন রেকর্ডে পুজোর গানের তালিকার পুস্তিকা প্রকাশিত হল। সে তালিকায় দশ ইঞ্চি ডাবল সাইডেড রেকর্ডে ১৭টি গানের উল্লেখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও এই পুজোর গানের প্রকাশ থমকে থাকেনি। 'শারদীয়া', 'প্রণমামি শ্রীদুর্গে', 'শারদ অর্ঘ্য', 'শারদীয়া অর্ঘ্য', 'শরৎ বন্দনা'— কত গানের পুস্তিকা! ১৯১৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত পুজোর গানের দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড লেবেল ও তৎসংক্রান্ত তথ্য-ইতিহাস, সঙ্গীত শিল্পীদের ছবি, প্রথম মুদ্রিত গানের তথ্য, বিভিন্ন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত শারদীয়া রেকর্ড তালিকা, পুস্তিকার প্রচ্ছদ নিয়ে উত্তরপাড়া জীবনস্মৃতি আর্কাইভ আয়োজন করেছিল 'শারদ অর্ঘ্য' প্রদর্শনী। ভাবনা-পরিকল্পনা-রূপায়ণ অরিন্দম সাহা সরদার। বৃন্দগান, কবিতাপাঠ, এস্রাজ বাদন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে জমজমাট সান্ধ্য অনুষ্ঠান। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে পুত্র গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বই 'বড়বাড়ির গল্প' প্রকাশ করেন স্বপন সোম। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দেবারতি সোম। ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর হয়ে গেল এই প্রদর্শনী।

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতার কড়চা

আনন্দবাজার পত্রিকা

১ অক্টোবর শনিবার ২০২২

গানের পুজো

■ ৭ নম্বর এসপ্লানেড রোড, গ্রামোফোন কোম্পানির ঠিকানা,

১৯০১-এ। পরের বছর শশীমুখীর গাওয়া গান ‘আমি কি সজনী কুসুমেরি’ রেকর্ড হল, শব্দ গ্রহণই সার, মুদ্রিত হত বিদেশে। ১৯০৭-এ কোম্পানি ঠিকানা বদলে ১৩৯ বেলেঘাটা রোডে, এশিয়া তথা ভারতে প্রথম ধ্বনি মুদ্রণের কাজ শুরু সেখানেই। নবযুগসূচনা... রেকর্ড প্রকাশের ধুম, ধুম হৃৎকমলেও। দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাংলা গান, আগমনী, বিজয়া গীতির রেকর্ড বেরোত। ১৯১৪-র পুজোয় বাংলা গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকা-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সতেরোটি গান, শিল্পীরা: মানদাসুন্দরী দাসী কে মল্লিক নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বেদানা দাসী *(ছবিতে ডান দিকে)* অমলা দাশ প্রমুখ। ক্রমে পায়োনিয়ার মেগাফোন হিন্দুস্থান ভারত সেনোলা ইত্যাদি রেকর্ড কোম্পানিও পুজোর গানের পুস্তিকা প্রকাশ শুরু করে: *শারদ অর্ঘ্য*, *শারদীয়া অর্ঘ্য (ছবিতে বাঁ দিকে)*, *শরৎ বন্দনা*, নানা নামে। ১৯১৪-১৯৪০ পর্যন্ত পুজোর গানের তথ্য, রেকর্ড লেবেল, পুস্তিকা প্রচ্ছদ, নামপত্রের লেবেল, শিল্পীদের ছবি-সহ অনেক কিছু নিয়ে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর এক চিত্রপ্রদর্শনী হল উত্তরপাড়া জীবনস্মৃতি আর্কাইভে, অরিন্দম সাহা সরদারের ভাবনা ও রূপায়ণে। জরুরি কাজ।

দৈনিক স্টেটসম্যান
১২ সেপ্টেম্বর সোমবার ২০২২
বঙ্গদর্পণ

পুজোর গান ও গ্রামোফোন রেকর্ড- এক ইতিহাসচারণা

১৯০১ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি কলকাতায় শাখা অফিস চালু করে। তখন নাম ছিল 'দি গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার লিমিটেড'। পরে নাম বদলে হয় দি গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড। ঠিকানা ৭ নং এসপ্ল্যানেড রোড। সেই সময় কলকাতায় শব্দগ্রহণ করে, বিদেশ থেকে রেকর্ড মুদ্রিত হয়ে আসত। কারণ এদেশ তখনও ধ্বনিমুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ১৯০২ সালে প্রথম বালা গান রেকর্ড হল শশীমুখীর কণ্ঠে 'আমি কি সজনী কুসুমরি'। ধ্বনি মুদ্রিকায় বাংলা গানের জয়যাত্রায় এই হলো সূচনা। ১৯০৭ সালে কোম্পানির ঠিকানা বদলে হলো ১৩৯ নং বেলেঘাটা রোড। এশিয়ায় তথা ভারতের প্রথম ধ্বনি মুদ্রণের কাজ শুরু হল এই বেলেঘাটায়। বিনোদনের এক নতুন তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল আমাদের জীবনে, যাপনে। ধ্বনি-জগতে নতুন যুগের সূচনা হলো। নতুন নতুন রেকর্ড প্রকাশের ধুম লাগল প্রায় প্রত্যেক মাসেই। আমাদের সংগীত আকাশ রেকর্ড-কাকলিতে মুখর হয়ে উঠলো। শারদ উৎসব উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহে প্রকাশিত হত গান। অন্য গানের সঙ্গে থাকত আগমনী ও বিজয়ার গান। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও সেই গানের প্রকাশ অব্যাহত ছিল। ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, সেই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম শারদীয়া পুজো উপলক্ষে বাংলা গ্রামোফোন রেকর্ডের একটি পুজোর গানের তালিকার পুস্তিকা প্রকাশ পায়। এই তালিকায় ১৭টি পুজোর গানের রেকর্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। নতুন ১০ ইঞ্চি ডবল-সাইডেড তিনটি ভায়োলেট লেবেল যুক্ত বাঙ্গালা গ্রামোফোন রেকর্ড। শিল্পীরা ছিলেন মানদাসুন্দরী দাসী, নারায়ণচন্দ্র মুখার্জি, কে মল্লিক। বাকি ১৪টি রেকর্ড ছিল ব্ল্যাক লেভেল যুক্ত। শিল্পীরা হলেন, কৃষ্ণভামিনী, সরলাবাঈ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ দে, বেদানা দাসী, অমলা দাশ, মালতীমালা দাসী,

আশ্চর্যময়ী দাসী

দক্ষিণারঞ্জন গুহ প্রমুখ। এছাড়া বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ডে ছিলেন রাজেন চ্যাটার্জি (ক্লারিওনেট), তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় (বেহালা)। কমিক রেকর্ডে সেকালের জনপ্রিয় শিল্পী অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন গোস্বামী। পরবর্তী সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানি ছাড়াও বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পনি যেমন, পাইওনিয়ার, হিন্দুস্থান, মেগাফোন, ভারত, সেনোলা ইত্যাদি সকলেই পুজোর গানের রেকর্ডের সঙ্গে একটি করে পুস্তিকা প্রকাশ করত। শারদীয়া, প্রণমামি শ্রীদুর্গে, শারদ অর্ঘ্য, শারদীয় অর্ঘ্য, শরৎ বন্দনা ইত্যাদি নামে সেইসব পুস্তিকা প্রকাশিত হ। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও পুজোর গানের প্রকাশ থেমে যায়নি।

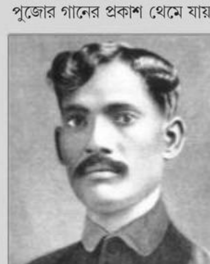
কে মল্লিক

১৪২৯ বঙ্গাব্দে (২০২২) শারদীয়া উপলক্ষে জীবনস্মৃতির নিবেদন একটি চিত্রপ্রদর্শনী 'শারদ অর্ঘ্য', (১৯১৪-১৯৪০)। যা শুরু হচ্ছে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধে ছ'টায়, উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আর্কাইভে। যা চলবে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চিত্রপ্রদর্শনীর বিষয় উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত পুজোর গানের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড লেবেল, রেকর্ড সংক্রান্ত তথ্য, গানের শিল্পীদের ছবি, পুজোয় প্রকাশিত শিল্পীদের প্রথম মুদ্রিত গানের তথ্য, গান নিয়ে নানা গল্প, বিভিন্ন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত শারদীয়ার রেকর্ড তালিকার পুস্তিকার প্রচ্ছদ ও নামপত্রের প্রতিলিপি ইত্যাদি। এই প্রদর্শনী থেকে জানা যাবে পুজোয় প্রকাশিত কোন গান দিয়ে দিলীপকুমার রায়, কমলা ঝরিয়া প্রমুখ শিল্পীদের রেকর্ডে গানের যাত্রা শুরু হয়েছিল। জানা যাবে, পুজোর গানে কোন শিল্পী গেয়েছিলেন প্রথম বাংলা গজল গান। আর থাকবে, পুজোয় প্রকাশিত স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা গান। প্রদর্শনীর ভাবনা ও রূপায়ণ অরিন্দম সাহা সরদার।

BENNETT, COLEMAN & CO. LTD. | ESTABLISHED 1838 | VOL. XXIII NO. 202 | KOLKATA | MONDAY, AUGUST 29, 2022 | PAGES 20 | PRICE ₹ 5

THE TIMES OF INDIA

NATIONAL SPORTS DAY

INDIA'S LARGEST ENGLISH NEWSPAPER

Claiming that she was conned, **Jacqueline Fernandez tells authorities that Sukesh would make video calls** from what looked like an office and would always be wearing expensive clothes. Hence, she couldn't make out he was in jail, P 6

In a step towards sending humans back to Moon half a century later, **Nasa is set to launch Artemis-1 mission on Monday**, a non-crew lunar programme that will pave the way for the manned mission in 2025, PG OPP

A five-judge bench of Islamabad HC will hear the contempt case against Pakistan's ex-PM Imran Khan for his controversial remarks threatening a woman judge during rally, PG OPP

Goa CM Pramod Sawant says that the Sonali Phogat murder case will be handed over to the CBI, and that he will speak to DGP Jaspal Singh to initiate the process, P 7

August 29, 2022

'Lost' Nazrul Geeti notebook to be unveiled on poet's death anniv today

Priyanka.Dasgupta
@timesgroup.com

Kolkata: A humble notebook containing a priceless treasure — notations to his own songs and a handwritten manuscript by Kazi Nazrul Islam, which had gone missing for decades, will now be a star attraction at an archive near the city on Monday, the poet's 46th death anniversary, after it was found, quite by chance, at a College Street bookstall in 2015, several decades since it had gone missing.

The Jibansmriti Archive in Uttarpara, about 20km from the city, where the notebook will be unveiled, is devoted to the preservation of Bengali heritage and culture. According to archivist Arindam Saha Sardar, who found the treasure, the notations were written down by Jagat Ghatak and includes notations of 36-odd songs penned and composed by Nazrul himself.

In his memoirs, Ghatak wrote that Nazrul had taken this notebook along when he went to sing at the radio station on February 5, 1940. He had referred to the notebook while singing. Once the recording was over, nobody knew what happened to the book. "Ghatak wrote that Nazrul remembered every detail about who was present at the office, and he went searching for the book at their houses. But he couldn't remember how the notebook was misplaced. In grief, he remained bedridden for some time. A lot of people were asked about the book and advertisements were posted. But the book could not be traced," Saha Sardar said.

"I chanced upon the book while browsing second-hand books in College Street Boipara," Saha Sardar said. "I knew what a treasure trove it was, and later reached out to Ghatak's daughter for authentication." Among the notations in the book are Nazrul Geetis like 'Eso Chirojanamero Sathi', 'Aay Ma Chanchala Muktokesi', 'Khele Nander Anginay', 'Ami Patha-manjari', 'Na Mitite Asha', 'Sandhya Malati Jobe' and 'Bano-kuntal Elaye'.

▶**Booklets of films, P 2**

MISSING: 1940, FOUND: 2015

Story behind the notebook

- Nazrul had taken this notebook along when he went to sing for radio on Feb 5, 1940
- After recording, nobody knew what happened to it
- The poet searched in vain for it for a while
- Finally found in a College Street book shop in 2015

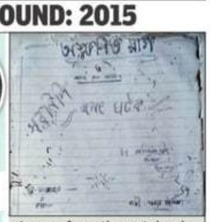

A page from the notebook that will be on display at Jibansmriti Archive on Monday

Booklets of Nazrul films also in archive

Priyanka.Dasgupta@timesgroup.com

Kolkata: The Jibansmriti Archive in Uttarpara also has a letter from Jagat Ghatak's daughter, Madhumita Mukherjee, mentioning how the book was lost.

"She was happy it had finally been retrieved, and gifted it to the archive so that it could be digitized. I have preserved the original note book. On Nazrul's 46th death anniversary on August 29, I want to give access to his admirers to take a look at it," Saha Sardar said.

> The archive also has some 350 rare books on him and the first edition of books written by him. Data on the films he had worked on have been collated, including booklets of some of those films

For Nazrul's admirers, the archive also has some 350 rare books on him and the first edition of books written by him. Data on the films he had worked on have been collated, including booklets of some of those films. Among these is the booklet of a 1934 film titled 'Dhruba' — the only film co-directed by Nazrul.

"He acted in it, and was also its lyricist, singer and music director. He was the lyricist and music director of 'Chowrangee' as well, and wrote a song for 'Gora' — 'Usha Elo Chupi Chupi'. Earlier, companies would bring out small books during the release of records with all details. I have at least 50 such books in my collection. We have also digitized 1,400 songs of his released between 1925 and 1942," Saha Sardar told **TOI**.

হাওড়া ও হুগলি
আনন্দবাজার পত্রিকা
৩০ আগস্ট মঙ্গলবার ২০২২

নজরুলের হারানো গানের খাতা উত্তরপাড়ার সংগ্রহশালায়

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপাড়া

আকাশবাণী থেকে একবার গান গেয়ে ফেরার পথে নিজের গানের খাতা হারিয়ে ফেলেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তা খুঁজে পেতে কবি এবং তাঁর গানের স্বরলিপিকার জগৎ ঘটক কাগজে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছিলেন। সোমবার, কবির ৪৬তম প্রয়াণ দিবসে সেই খাতা প্রকাশ্যে এল হুগলির উত্তরপাড়ার 'নজরুল ভান্ডার'-এ।

নজরুলের হারিয়ে যাওয়া লেখা, বই, গানের উপরে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছেন উত্তরপাড়ার বাসিন্দা অরিন্দম সাহা সরদার। নিজের ফ্ল্যাটে কবির সৃষ্টিকে নিয়ে সংগ্রহশালা (নজরুল ভান্ডার) গড়ে তুলেছেন ওই নজরুল-গবেষক। কবির ওই গানের খাতা তাঁর সংগ্রহশালার জৌলুস বাড়িয়েছে কয়েক গুণ। এ দিন সংগ্রহশালাটির উদ্বোধন করেন নজরুল-গবেষক মীরাতুন নাহার।

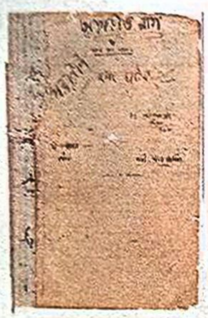

রত্ন: খাতার প্রথম পাতা (বাঁ দিকে)। সংগ্রহশালার উদ্বোধনে মীরাতুন নাহার।

কী ভাবে হাতে এল ওই গানের খাতা?

বছর কয়েক আগে অরিন্দম হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো বিবর্ণ ওই খাতা খুঁজে পান কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় পুরনো বইয়ের স্তূপে। পুরনো বইয়ের খোঁজে অরিন্দম প্রায়ই কলেজ স্ট্রিটে যান। তিনি জানান, ২০১৫ সালে এক দিন একটি দোকানের সামনে একটি ট্রাক এসে থামে। তাতে থরে থরে পুরনো বই। ট্রাক থেকে বই নামিয়ে যখন গুদামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে থাকেন তিনি। হঠাৎই একটি খাতা তাঁর চোখ টানে। লম্বা খাতার উপরে লেখা, 'অপ্রচলিত রাগ'। বাঁ-দিকে লেখা 'স্বরলিপি'। 'জগৎ ঘটক' নামটা বেশ পড়া যাচ্ছিল। আরও লেখা, 'কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, জুন ১৯৩১'। পাতার একেবারে নীচে লেখা 'কাজী নজরুল ইসলাম'।

দেখেই বিদ্যুৎ খেলে যায় অরিন্দমের শরীরে। দোকানি ৩০০ টাকা দাম চান। কথা না বাড়িয়ে ওই টাকাতেই 'অমূল্য' খাতাখানি কিনে বাড়ি ফেরেন অরিন্দম। তিনি বলেন, "জগৎ ঘটকের স্বরলিপি লেখার উপরে নজরুলের সবচেয়ে বেশি আস্থা ছিল। খাতাটি পেয়ে আমি উত্তর কলকাতায় জগৎ ঘটকের মেয়ে মধুমিতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি। খাতাটি দেখে তিনি কেঁদে ফেলেন। জানান, আকাশবাণী থেকে গান গেয়ে ফেরার পথে কলকাতায় ট্যাক্সিতে খাতাটি হারিয়ে গিয়েছিল। খাতার খোঁজে কবি এবং তাঁর (মধুমিতার) বাবা কলকাতা চুঁড়ে ফেলেছিলেন। হারানো খাতা খুঁজে পেতে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন তাঁরা।"

অরিন্দম জানাচ্ছেন, ওই খাতায় মোট ৩৬টি গান আর স্বরলিপি রয়েছে। সে সব গান আজ ইতিহাস! স্বরলিপি-সহ ওই সব গানের মধ্যে রয়েছে, 'এসো চিরজনমের সাথী', 'না মিটিতে আশা', 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী' প্রভৃতি।

অরিন্দমের নজরুল ভান্ডারে বই ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা সাড়ে তিনশোরও বেশি। অরিন্দম জানান, নজরুলপ্রেমীদের জন্য সংগ্রহশালাটি খুলে দেওয়া হয়েছে। সেটি তিনি উৎসর্গ করেছেন নজরুল বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর এবং নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী অশোকা ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে। তাঁরা তাঁকে এই কাজে অনেক সাহায্য করেছেন।

দৈনিক স্টেটসম্যান
২৯ আগস্ট ২০২২
বঙ্গদর্পণ

জীবনস্মৃতি আর্কাইভে নজরুল ভাণ্ডারের উদ্বোধন

এ বছর 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ । এই সময় থেকে শতবর্ষপূর্বে এক বিদ্রোহী কবি নিজেকে নিশ্চিন্তির চার দেওয়ালের মধ্যে গুছিয়ে না রেখে সর্বহারাদের অধিকার আন্দোলন-মিছিলের প্রথম সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন, গান গেয়েছিলেন, কবিতা লিখেছিলেন। মানবজাতির মধ্যেকোর নানান বৈষম্য, শোষণ,অত্যাচার, দুর্নীতি, স্বার্থের রাজনীতি, ধর্ম এবং জাতপাতের মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতার বি রুদ্ধে প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করার আনন্দে। বাঁধনহারা এই মানুষটি আজীবন অফুরান সাহস-রেণু ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আপন চিন্তা-কাজে কেবলই মানবের মঙ্গল সাধনায়। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন---

'... আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না / অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীমরণ-ভূমে রণিবে না...'

সেই মানবভূমির আজ গভীর অসুখ। সর্বসাধারণ আজ বড়ই অসহায়, বিপন্ন, তাঁদের জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে পাইয়ে দেওয়া, কেবল নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়া নীতি-অভ্যাসের মদতদাতাদের এমন এক একটি টোপের সামনে তাঁরা আজ শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলা অভিভাবকহীন, নির্ভীক বন্ধুহারা।

এমনই দুর্দিনে ইতিহাস পাঠের নিরিখে বারবার আমাদের আলোকময় অতীতের দিকে তাকালে যাঁদের জীবন ও সৃষ্টি মনকে প্রেরণা দেয়, সাহস জোগায়; ঝড়ের রাতে বন্ধু হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় যাঁরা, নজরুল তাঁদেরই একজন, পরানসখা, এক নির্ভরযোগ্য বন্ধু।

তাই এই গভীর অন্ধকার থেকে আলোর পথ খুঁজতে তাঁর জীবনচর্চা আমাদের যাপনচর্চায় প্রতিদিন চর্চিত হোক, এই অভিপ্রায় নিয়েই জীবনস্মৃতি আর্কাইভ-এর উদ্যোগে

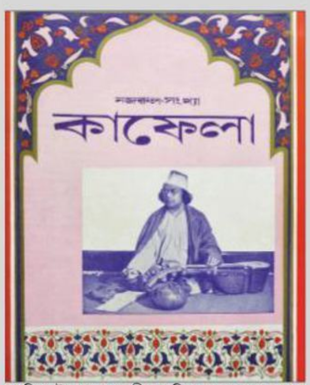

হুগলির উত্তরপাড়ায় জীবনস্মৃতির নতুন বাসায় গড়ে তোলা হয়েছে নজরুল-ভাণ্ডার শিরোনামে কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সংগীত বিষয়ক একটি সংগ্রহশালা।

জীবনস্মৃতির কর্ণধার এবং অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদারের গত ৮ বছরের প্রচেষ্টায় এই সংগ্রহশালাটি প্রস্তুত হয়েছে বহু মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং ভালোবাসায়।

২৯ আগস্ট ২০২২, সোমবার কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম প্রয়াণ দিবস স্মরণে নজরুল সংগীত গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, জীবনস্মৃতি'র আত্মজন নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং অশোকা ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে উৎসর্গিত নজরুল ভাণ্ডারের শুভ উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং প্রাবন্ধিক মীরাতুন নাহার। সময় সন্ধ্যা ছ'টা।

দু'টি বিভাগে বিভক্ত নজরুল-ভাণ্ডার ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল এই দুই পদ্ধতিতেই ব্যবহার করতে পারবেন নজরুল গবেষকরা।

প্রথম বিভাগে নজরুলের লেখা কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পত্র-সংকলন ইত্যাদি গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে আছে ভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে মুদ্রিত একই গ্রন্থের নানা সংস্করণও। নজরুলসংগীত, স্বরলিপির প্রথম গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাড়াও ভারত ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলাম, জগৎ ঘটক, নলিনীকান্ত সরকার, নিতাই ঘটক, কমল দাশগুপ্ত, কাজী অনিরুদ্ধ, বেচু দত্ত, ব্রহ্মমোহন টাকুর, এস এম আহসান মুর্শেদ, সুধীন দাশ প্রমুখ স্বরলিপিকারদের করা ৬০টিরও বেশি স্বরলিপি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ। দুই বাংলা থেকে প্রকাশিত নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার প্রতিলিপি সংকলন, নজরুল বিষয়ক নানা পত্রপত্রিকা, নজরুলের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি সংলন, নানা জনের লেখা নজরুল-জীবনী, নজরুল রচনা, নির্দেশনা ও অভিধান, স্মৃতিকথায় নজরুল প্রসঙ্গ, নজরুল-সাহিত্য, সঙ্গী, চলচ্চিত্র এবং নাটক বিষয়ক প্রায় ৩৫০টি গ্রন্থের

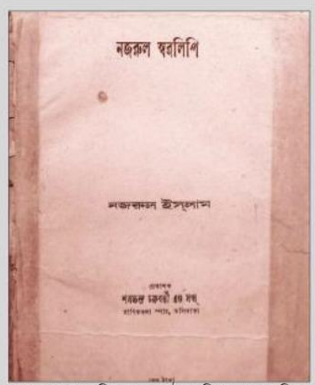

সঙ্গে নজরুল বিষয়ক অনুষ্ঠানপুস্তিকা, গ্রন্থতালিকা, ক্যালেন্ডার, নজরুলের কাহিনি, সংগীত, অভিনয় এবং পরিচালনায় সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের চিত্র-পুস্তিকা (বাংলা ও হিন্দি), বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানি থেকে মুদ্রিত রেকর্ড-পুস্তিকায় প্রকাশিত নজরুলসংগীত বিষয়ক তথ্যের আকর-সন্ধান পাওয়া যাবে ভাণ্ডারে এই বিভাগে।

গান ও ছবি নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে নজরুল ভাণ্ডারের দ্বিতীয় বিভাগ। এখানে নজরুল সংগীতের আদি রেকর্ড থেকে ১৪০০ গান (১৯২৫-১৯৪২) সংগ্রহ এবং সঞ্জীবন করা হয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। এই গানগুলি নানাবিধ তথ্য-তালিকার সঙ্গে কণ্ঠশিল্পী, নজরুল ব্যতীত নজরুল-গীতির অন্যান্য সুরকার এবং স্বরলিপিকার এবং নজরুলসংগীতকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের ছবি সমেত শিল্পীদের পরিচয়পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

সংগ্রহ করা হয়েছে দুই বাংলার বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক, সংগীতশিল্পী, সুরকার, সংগ্রাহক, পরিবারের সদস্য এবং জীবনীকারদের অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার। নজরুল সান্নিধ্য ধন্য বহু মানুষের লেখা নজরুল সম্পর্কিত মূল চিঠি, স্বরলিপির মূল পাণ্ডুলিপি, নজরুলের গানের মূল পাণ্ডুলিপি এবং বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি ও নথির।

আজ ২৯ আগস্ট সোমবার থেকে সকলের জন্য এই ভাণ্ডারের দরজা খুলে দেওয়া হবে আর্কাইভের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী।

দৈনিক স্টেটসম্যান
১৫ আগস্ট সোমবার ২০২২
বঙ্গদর্পণ

ন্যাপাদা নাইন্টি ফাইভ

মৃণাল সেনের লেখায় তিনি 'আমাদের সকলের বন্ধুর বন্ধু'। তাঁর সম্পর্কে গিরিশ কারনাডের মূল্যায়ন-- 'তিনিই চলচ্চিত্র'। তিনি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়। টালিগঞ্জ পাড়া যাঁকে 'ন্যাপাদা' নামেই চেনে।

গত শতকের চারের দশকে ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে একজন ল্যাবরেটরি সহকারী হিসেবে যুক্ত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি প্রমথেশ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে কলাকুশলীদের সদ্য গড়ে ওঠা সংগঠন সি টি এ বি'র অন্যতম প্রতিনিধি মনোনীত হন। সেই শুরু। তারপর থেকে গত বছর, চুরানব্বই বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণের কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের অসংখ্য সংগঠনের কর্মী-সদস্য ও সমর্থক হিসেবে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত অসংখ্য

আন্দোলন ও উত্থান পতনের সাক্ষী এই অমায়িক মানুষটি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত 'ভোম্বল সর্দার' -এর পরিচালক, আমৃত্যু বামপন্থী হৈ অকৃতদার মানুষটির প্রয়াণ-পরবর্তী প্রথম জন্মদিন (১৫ আগস্ট, ১৯২৭) পালনে উদ্যোগী হয়েছে উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি' আর্কাইভ, 'চৌরঙ্গী' পত্রিকা এবং হিন্দমোটর ফোকাস।

আজ পনেরোই আগস্ট, সন্ধে ছ'টায়, জীবনস্মৃতির সভাকক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা মিত্র, বিশিষ্ট সাংবাদিক সজল দত্ত, নৃপেনবাববুর আত্মজন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃন্দগান পরিবেশন করেন 'জীবনস্মৃতি' বৃন্দগানের সাথীরা।

ইতিমধ্যেই যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য পরিবারের তরফে জীবনস্মৃতি আর্কাইভে উপহার দেওয়া নৃপেনবাবুর ব্যবহৃত সামগ্রী ও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল এদিন আর্কাইভ কক্ষে প্রদর্শিত হবে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় জীবনস্মৃতি আকাইভ -এর অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদার।

দৈনিক স্টেটসম্যান
১৮ জুলাই সোমবার ২০২২
বঙ্গদর্পণ

বাহাদুর খাঁ'র সরোদসুরের স্মৃতিচারণায় প্রণব কুমার সেন

মনে পড়ে, ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' সিনেমায় নীতার (সুপ্রিয়া চৌধুরী) গলায় দাদা আমি বাঁচতে চাই — সেই বিখ্যাত সংলাপটির সঙ্গে বেজে ওঠা সরোদের মূর্চ্ছনার কথা? সেই সুর যেন এক ক্ষয়রোগীর ভলকে ভলকে রক্ত উঠে আসার মতো করে সুর নিংড়ে বের করে আনছিল সরোদের মধ্যে থেকে। নীতার দাদা (অনিল চ্যাটার্জি) কণ্ঠে হংসধ্বনি রাগে 'লাগি লগন পতি সখী' গানের মুখড়ায় বেজে ওঠা সরোদের সুরটাও নিশ্চয় ভুলে যাননি?

অথবা 'কোমলগান্ধার' সিনেমার আবহসঙ্গীতে ভেঙেচুরে পড়ে থাকা সেই রাগরাগিণীর 'টুকরো'গুলো? পুরো সিনেমা জুড়ে যে 'টাইটেল সং' বারবার ঘুরেফিরে এসেছে, সেখানেও কি বারবার কানে বাজেনি সরোদের তেহাই?

কিংবা ধরুন 'সুবর্ণরেখা' সিনেমায় সরোদে স্বল্প সময়ের সেই আলাপ? যা ওই সিনেমায় সীতা (মাধবী মুখার্জি) যন্ত্রণা কাতর মুখটায় কেমন দুঃখের দানা ফুটিয়ে তুলছিল? নিশ্চয় স্মৃতিতে আছে কুয়াশাচ্ছন্ন বিরাট প্রান্তরে সীতার লিপে আরতি মুখার্জির গলায় 'দেখো তোর ভয়ো' গানটার কথা?

আসলে মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১) এবং সুবর্ণরেখা (১৯৬৫) — এই তিনটি সিনেমাই দেশভাগের আধারে তৈরি ঋত্বিক ঘটকের 'পার্টিশন ট্রিলজি'। এবং তিনটি সিনেমাতেই ঋত্বিক ঘটক

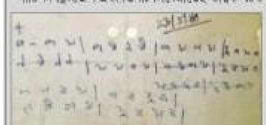

বাহাদুর খাঁ'র মিউজিক একটা বিশেষ আবহ তৈরি করেছিল। বাহাদুর খাঁ তাঁর শক্ত নখের আঁচড়ে দেশভাগের যন্ত্রণাকে ফুটিয়েছেন সরোদের ধ্বনিতে এবং বিভিন্ন রাগরাগিণীতে। তবে শুধু এই তিনটি সিনেমাতেই নয়, ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'যুক্তি

তক্কো গপ্পো'তেও বাহাদুর খাঁর নেপথ্য সঙ্গীত বেজেছে। ঋত্বিক ঘটকের হাত ধরেই বাহাদুর খাঁর প্রথম সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করা। যা দেশে বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

মাইহার ঘরানার সঙ্গীতকার হিসেবে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার পেয়েছেন বাহাদুর খাঁ। সুবর্ণরেখা সিনেমার জন্য তিনি সেরা সুরকারের পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৬৫ সালে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' সিনেমার নেপথ্য সঙ্গীতের জন্য এক্সক্লুসিভ সুরকারের সম্মান পেয়েছেন। দীনেন গুপ্তের 'নতুন পাতা'য় বাহাদুর খাঁর কাজ ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে।

অগ্রগামী প্রযোজিত 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' সিনেমার জন্য কার্লোভি ভ্যারি ফিল্ম ফেস্টিভাল -এ পুরস্কার পেয়েছিল বাহাদুর খাঁর সঙ্গীত। এছাড়া অমাবস্যা কা চাঁদ, গরম হাওয়ায় সঙ্গীত পরিচালনার জন্য জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন ওস্তাদ

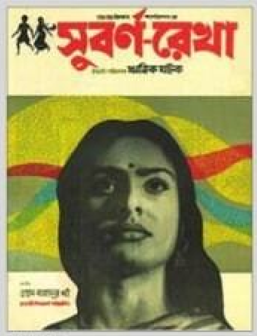

বাহাদুর খাঁ।

বাহাদুর খাঁর বাবা ওস্তাদ আয়াত আলি খান ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র ছোট ভাই। আয়াত আলি খাঁ কেবল সুরবাহারই বাজাতেন না, তিনি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরিও করতে পারতেন। মাত্র ছ' বছর বয়সেই বাহাদুর খাঁ'র তালিম নেওয়া শুরু হয় তাঁর বাবার কাছে। ক্রমশ তাঁর বাজনা একটা বিশেষ শৈলীর জন্ম দেয়। সরোদ যন্ত্রে ধাতু ও চামড়ার জন্য যে স্বরের যান্ত্রিক ধ্বনি নির্গত হয়, তাকে সুমধুর বাজে পরিণত করেছিলেন বাহাদুর খাঁ। আর সেই কারণেই তাঁকে বলা হল সরোদের মেলোডি সম্রাট।

বাহাদুর খাঁকে নিয়ে, আজ সোমবার, দৃশ্য-শ্রাব্য (ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম) মাধ্যমে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আর্কাইভ। পরিকল্পনা ও উদ্যোগ জীবনস্মৃতির কর্ণধার অরিন্দম সাহা সরদারের। বাহাদুর খাঁ'র শিষ্য প্রণবকুমার সেন -এর স্মৃতিতে এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শোনা যাবে আজ, 'কখনো মোর ভঙ্গিতে, আজ সঙ্গীতে বিরাজে' শিরোনামে। প্রণব কুমার সেনের কাছে থাকা বাহাদুর খাঁর স্বহস্তে লেখা নোটেশান, শিল্পীর সঙ্গীত ঘরানা, নিজস্ব বাজ ইত্যাদি নিয়ে শ্রোতাদের কাছে নানার স্মৃতি উপহারের ডালি উজাড় করলেন শিষ্য প্রণব কুমার সেন। জীবনস্মৃতি'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে।

আজকাল

১৭ মে, মঙ্গলবার ২০২২

উত্তরপাড়ায় মৃণাল সেন আর্কাইভ

সব্যসাচী সরকার

উত্তরপাড়ায় তৈরি হল বরেণ্য চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের আর্কাইভ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে মালিকপাড়ার মাঠ ঠিকানায় একটি ফ্ল্যাটবাড়ির ঘরে তৈরি হয়েছে এই আর্কাইভ। নাম দেওয়া হয়েছে 'মৃণাল মঞ্জুষা'। মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষের সূচনা উপলক্ষে এই আর্কাইভ তৈরি করেছেন অরিন্দম সাহা সরদার। তিনি নিজেও একজন আর্কাইভ বিশেষজ্ঞ। ২০১৭ সাল থেকে এই কাজের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অবশেষে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে হুগলি জেলার একটি শহরে খোলা হল আর্কাইভ। রবিবার আর্কাইভে এসেছিলেন তাঁর শিকাগোবাসী পুত্র কুণাল সেন। ছিলেন পুত্রবধূ নিশা রুপারেল।

এই আর্কাইভ বস্তুতপক্ষে সোনার খনি। এখানে মৃণাল সেনের ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের বই ও জার্নাল রয়েছে ৪২৪টি। হাতে লেখা বিভিন্ন নোটস। তাঁর ব্যবহৃত চশমা, কলম, পাইপ, নোটপ্যাড এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বহু বহু বছর আগের সিনেমার বুকলেট। ইংরেজি ও বাংলায়। বিদেশে ছবি পাঠাতে গেলে দর্শকদের জন্য ইংরেজিতে ছবিটির বিষয়ে লেখা থাকত। বাঙালি দর্শকদের জন্য বাংলা। আর্কাইভে পাওয়া যাবে ৩০০টি প্রোডাকশন স্টিলস ছবি। ব্রোমাইট করা বহু পুরনো ছবি আপাতত কালাধারে থাকলেও, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এগুলি ইতিহাসের তথ্যবাহক। ছবিগুলি তুলেছিলেন সে সময় সুভাষ নন্দী, নিমাই ঘোষের মতো ফটোগ্রাফাররা।

৯৩৫ বর্গফুট জায়গা জুড়ে সযত্নে রাখা আছে সিনেমার ৫টি পোস্টার। এখানেই দেখতে পাওয়া যাবে সলিল চৌধুরি সম্পাদিত গণনাট্য পত্রিকায় মৃণাল সেন চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন।

● এরপর ৯ পাতায়

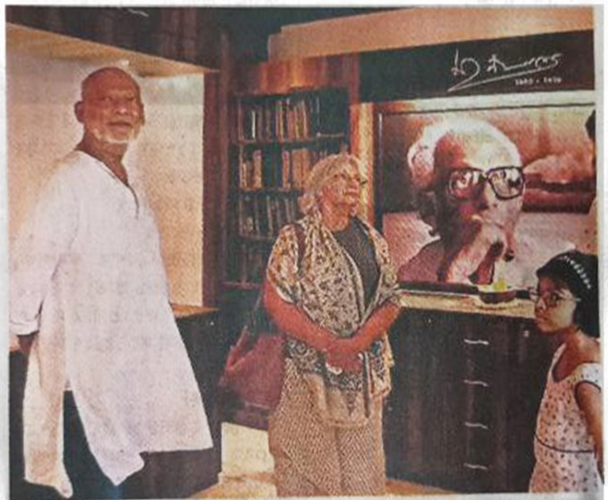

তৈরি হল মৃণাল সেন আর্কাইভ। রয়েছেন পুত্র কুণাল সেন, পুত্রবধূ নিশা রুপারেল। উত্তরপাড়ায়। ছবি: সংগৃহীত

মৃণাল সেন আর্কাইভ

● *১ পাতার পর*

ঘরের এক কোনায় একটি ঘোড়ার পেন্টিংস রয়েছে। এটি ব্যবহার করা হয়েছিল 'একদিন আচানক' ছবিতে। এ ছাড়াও মৃণাল সেনকে নিয়ে লেখা বই এবং তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ। ১৯৫৫ সালে মৃণাল সেনের প্রথম ছবি 'রাতভর'-এর পোস্টার। অরিন্দমবাবু বলছেন, 'আমি মৃণাল সেনকে দেখিনি' শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হবে। যাঁরা চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা করতে চান, তাঁরা এখানে এসে বাংলা চলচ্চিত্রের দীর্ঘ সময়কালের নানা তথ্য পাবেন। তৈরি করা হচ্ছে একটি ডিজিটাল তথ্য-তালিকা। থাকছে আলোকচিত্রের পাশাপাশি নথিপত্র, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ক্লিপিংস। এ ছাড়াও মৃণাল সেনের অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। ২০১৯ সালে মৃণাল সেনের পুত্র কুণাল সেন 'জীবনস্মৃতি'-কে দান করেছেন মৃণাল সেনের সমস্ত সামগ্রী। 'জীবনস্মৃতি'-তে আরও বহু বিষয়ে তথ্যভাণ্ডার রয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতার কড়চা

আনন্দবাজার পত্রিকা
২১ মে শনিবার ২০২২

নতুন প্রাপ্তি

১৪ মে চলে গেল তাঁর জন্মদিন, শুরু হল মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষের সূচনাও। চলচ্চিত্রপথে তাঁর সহ'কর্মী' সত্যজিৎ রায়ের নামাঙ্কিত 'রায় মিউজ়িয়ম' রূপ পায়নি এখনও, সেই আক্ষেপের পাশে শুভ সংবাদ— উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ' মৃণাল সেনের জীবন, দর্শন ও চলচ্চিত্র বিষয়ে একটি আর্কাইভ ও মিউজ়িয়ম তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছে, সাত বছরের শ্রমে। 'মৃণাল মঞ্জুষা' নামের এই সংগ্রহালয়টিতে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের চারশোরও বেশি বই ও পত্রিকা, শুটিংয়ের স্থিরচিত্র, তৈলচিত্র; প্রদর্শনী-কক্ষে রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত কলম, চশমা, ধূমপানের পাইপ, পোশাক। এ ছাড়াও তৈরি হয়েছে তথ্যচিত্র *আমি মৃণাল সেনকে দেখিনি* (নির্মাণ: অরিন্দম সাহা সরদার)। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে ১৪ মে থেকে আর্কাইভ ও মিউজ়িয়ম খুলে গিয়েছে, সকলের জন্য।

বেহালাবাদক পরিতোষ শীল

পরিতোষ শীলই একমাত্র শিল্পী যিনি একাধারে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর ছড়িয়ে দিতে পারতেন তাঁর বেহালায়। ইত্যালিয়ান ভায়োলিন সম্রাট মারিও জর্জিও তাঁকে 'মেনুহিন অফ বেঙ্গল' আখ্যা দিয়েছিলেন।

পরিতোষ শীল তালিম নিয়েছিলেন ওস্তাদ জামিরুদ্দিন খান, ড. সাভ্রে, মিস্টার মেইজ প্রমুখ দেশ বিদেশের শিল্পীর কাছে। ভাতখণ্ডে ঘরানার হিন্দুস্তানি রাগ সঙ্গীত, ওয়েস্টার্ন মিউজিক, বিভিন্ন ঘরানার গানের শর্ট হ্যান্ড নোটেশন নির্ভুলভাবে তৈরি করতে পারতেন তিনি। পরিতোষ শীলের বাজনা শুনে কাজী নজরুল ইসলাম এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান যে এইচএমভি কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের কাছে পরিতোষ শীলের বাজনা শোনানোর বন্দোবস্ত করেন। শিল্পী বেহালায় সুরের মাধুর্য, উচ্চগ্রামের স্বর ক্ষেপন, অনায়াস গতি সকলকে বিস্মিত করে দেয়।

এইচ এম ভি কোম্পানি থেকে স্বল্পদৈর্ঘ্যের পরিসরে পরিতোষ শীলের বেহালায় বাজানো ভৈরবী, আহির ভৈরব, পিলু, দরবারি, বাগেশ্রী, সুরমল্লার ইত্যাদি রাগের পিসগুলি সঙ্গীতের ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন। নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রে, পুরনো দিনে বিভিন্ন সিনেমায় এমনকী আধুনিক ফিল্মেও পরিতোষ শীলের বেহালা বাদনের অমর সৃষ্টি ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,' এই প্রখ্যাত বেহালাবাদকের নাম আজ ক'জনই বা জানেন।

১৯৭৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'অলংকার' সংস্থার উদ্যোগে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে পরিতোষ শীলের বেহালায় বাগেশ্রী ও মিশ্র পিলুর পরিবেশনাকে সরাসরি টেপ রেকর্ডারে বন্দি করেছিলেন তাঁর শিষ্য প্রণব সেন। সঙ্গে ছিলেন পুত্র সমীর শীল এবং তবলায় শুধেন্দু কর্মকার। সম্প্রতি নিজের কালেকশনের এই দুষ্প্রাপ্য ক্যাসেটটিকে সম্প্রতি উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি' আকহিভকে উপহার দিয়েছেন প্রণব সেন। এই ক্যাসেটটির ডিজিটাল সংস্করণ প্রকাশ করা হবে আগামী ২১ মে, শনিবার সন্ধে ছ'টায়। সঙ্গে প্রকাশ করা হবে প্রণব সেনের একটি দৃশ্য-শ্রাব্য সাক্ষাৎকার।

'পঞ্চশিক্ষা' শিরোনামে এই অনুষ্ঠান রূপায়নের দায়িত্বে রয়েছেন জীবনস্মৃতি'র কর্ণধার অরিন্দম সাহা সরদার।

দৈনিক স্টেটসম্যান

বঙ্গদর্পণ

১৬ মে সোমবার ২০২২

এইসময়

কলকাতাডেইলি

শনিবার ২২ জানুয়ারি ২০২২

আপন হতে বাহির হয়ে

উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকা, মানুষে-মানুষে ঠোক্কর লাগা— এ সব কিছুর মধ্যেই প্রাণের সন্ধান পান শিল্পী অসিত পাল। ছাতুবাবুর বাজারে চড়ক, কলেজ স্কোয়ারের গাজনের মেলা, দুর্গাপুজোর ভিড়– এসব নিয়েই উত্তর কলকাতার রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে বড় হয়েছেন তিনি। তার পর সরকারি আর্ট কলেজ, বম্বে-র প্রদর্শনী, এই শহরে মুক্ত শিল্প মেলা'র আয়োজন বা 'শৃণ্বন্তু', 'প্রমিতি' পত্রিকা প্রকাশ। প্রথম প্রদর্শনী ১৯৭৩-এ। সংগঠক-গবেষক-শিল্পী'র কাজের প্রশংসা করেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, দিলীপকুমার গুপ্ত। নিজেকে প্রকাশ করেছেন প্রচ্ছদ নির্মাণে, শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে। গবেষণা করেছেন উনিশ শতকের কলকাতার কাঠখোদাই নিয়ে। তা নিয়ে প্রদর্শনী, প্রকাশ পেয়েছে বই। জরুরি অবস্থা, একমাত্র কন্যার চলে যাওয়া- জীবনের চরম ওঠাপড়াগুলি অতিক্রম করে শিল্পীর অদম্য পথচলা অব্যাহত। শিল্পীর জীবন-সৃজন নিয়ে নির্মিত হয়েছে একটি সাক্ষীচিত্র 'আপন হতে বাহির হয়ে'। মুক্ত শিল্পের প্রথম প্রয়াস এবং জীবনস্মৃতি আর্কাইভের নিবেদনে এই ছবির ভাবনা ও নির্মাণে অরিন্দম সাহা সরদার। শিল্পী ছাড়াও ছবিতে রয়েছে নবীন কিশোর, যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন এবং হিরণ মিত্রের কথা। উৎসব মণ্ডলের আবহ এবং কণ্ঠসঙ্গীতে কোয়েলি সরকার। এই উপলক্ষে প্রকাশিত একটি পিডিএফ পুস্তিকায় লিখেছেন মৌমিতা পাল, পার্থসারথি বণিক এবং সোহম দাস। আজ রাত ৮-টায় জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে এই তথ্যচিত্রটি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতার কড়চা
আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার ২২ জানুয়ারি ২০২২

শিল্পীর জীবন

তাঁর চর্চার বিষয় চিত্রকলা, কাঠখোদাই, পঞ্জিকা, বিজ্ঞাপন, কাগজ, কালি, রং, ক্যানভাস, সবই। কখনও চিৎপুরের খোদাইকরদের শিল্পকৃতির সঙ্গে সংলাপে 'পপুলার আর্ট'কে ধ্রুপদী পরিসরে সাজিয়েছেন আশ্চর্য দক্ষতায়, সেই কাজও উৎসর্গ করেছেন সেই কারিগর-শিল্পীদেরই। সত্তর দশকে শুরু করেছিলেন 'চলমান শিল্প আন্দোলন'ও, সময়ের নিরিখে যা ছিল অনন্য এক ভাবনা। অসিত পালের শিল্পজীবন নিয়ে 'সাক্ষীচিত্র' *আপন হতে বাহির হয়ে* তৈরি করেছে জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ। সেখানে আছে শিল্পীর নিজের কথা, তাঁকে নিয়ে বলেছেন যোগেন চৌধুরী, হিরণ মিত্র, শুভাপ্রসন্ন ও নবীন কিশোর। অরিন্দম সাহা সরদার পরিচালিত ছবিটি আজ রাত ৮টায় মুক্তি পাবে 'জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ' ইউটিউব চ্যানেলে, প্রকাশ পাবে ছবি বিষয়ক একটি পুস্তিকাও।

বঙ্গদর্পণ

দৈনিক স্টেটসম্যান
DAINIK STATESMAN
সোমবার ১৭ জানুয়ারি ২০২২

আপন হতে বাহির হয়ে

ব্যক্তির আবেগ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অস্থিরতা, আত্মগোপন, শাসকের চোখরাঙানি, নজরবন্দি করে রাখা -- এসবই এনেছে চিত্র বা দৃশ্য জগতে দ্বৈরথ, ক্রমাগত যুদ্ধ জারি রাখা। যা শিল্পী অসিত পালের বৈশিষ্ট্য। এ এক ভিন্ন চিত্র অভিজ্ঞতা। তাঁর এই বিশাল কর্মকাণ্ড বিস্ময় জাগায়।

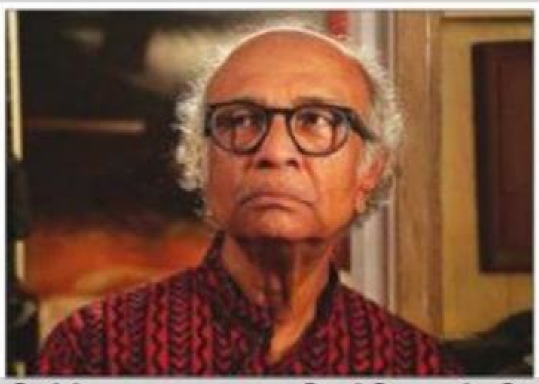

কী বিচিত্রতা, কত রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা, অপিরসীম ধৈর্য্য। একইসঙ্গে মেধাবী ও পরিশ্রমী শিল্পী অসিত পাল। নানান তাঁর বাঁক, কিন্তু লক্ষ্য এক। তা হল সমষ্টির প্রতি দরদ, অবহেলিতের প্রতি সমবেদনা।

চিৎপুরের খোদাইকার, যাদের নেটিভ আর্টিস্ট আখ্যা দেওয়া হল, তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা অনু ভব করা। অসিত পালের এই চিত্র ঘরানার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন এক উত্তর-আধুনিক লক্ষণকে চিহ্নিত করেছে। পপুলার আর্ট বা লোকজ শিল্পকে ধ্রুপদী আঙিনায় তিনি সাজিয়ে তুলেছেন আশ্চর্য দক্ষতায়, পরিশ্রমে, ধৈর্যে। আর এই কাজগুলিকে তিনি উৎসর্গ করেছেন এই অখ্যাত, অনামা খোদাইকারদের উদ্দেশ্যে।

এর বাইরে তাঁর আরেক বিশাল কর্মযজ্ঞ চলমান শিল্প আন্দোলন। যার চলমানতা স্থায়ী হয়েছিল তিন বছর। জরুরি অবস্থা চলাকালীন যা কিছুটা থমকে যায়। শহরজুড়ে দেওয়ালে , গম্বুজে, গ্রাফিতিতে যা জেগে ওঠে। চিত্রভাষা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হেঁটে চলে শহরময়, গলিপথে, রাজপথে। অনেক সহযোগী জুটে যায়, যাঁরা তাঁর সঙ্গে একই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। বাংলার শিল্প আন্দোলনের বিশেষ একটা খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রধান পুরোধা ছিলেন অসিত পাল।

অসিত পালের চর্চার বিষয় চিত্রকলা, কাঠখোদাই, খোদাইকার, পঞ্জিকা, বিজ্ঞাপন, অক্ষর, কাগজ, কালি, রং, ক্যানভাস। অক্ষর, যা সময়ের প্রতিনিধি। তার ভাষা ও রূপ -- তাকেও জায়গা করে দিয়েছে দৃশ্যভাষার সমান্তরাল ভাষণ বা প্যারালাল টেক্সট হিসেবে। এই ভাষার পাঠ নিতে হয় সব সমঝদারকেই।

অসীম ধৈর্য নিয়ে, পুরনো, ধুলোমাখা, গুদামঘরের আনাচকানাচ খুঁজে তিনি আবিষ্কার করেছেন অমূল্য ধনরাশি। যা আমাদের দৃশ্য ইতিহাস নির্মাণে চিহ্ন রেখে যাবে। যা পরপর নানা প্রদর্শনীতে সংকলিত হয়েছে, প্রদর্শিতও হবে।

এইসব নিয়েই এক ঘন্টার একটি সাক্ষীচিত্র নির্মাণ করেছেন উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ' -এর প্রাণপুরুষ অরিন্দম সাহা সরদার। যেখানে অসিত পালকে ঘিরে নানা কর্মকাণ্ডের হদিশ রয়েছে। শোনা যাবে শিল্পী অসিত পালের নিজের কথাও। দেখা যাবে তাঁর বেশ কিছু কাজ, পুরনো ও নতুন। অসিত পালের কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলেছেন যোগেন চৌধুরী, হিরণ মিত্র, শুভাপ্রসন্ন এবম নবীন কিশোর। পরিচালনা ছাড়াও চিত্রনাট্য, আলোকচিত্রায়ণ ও সম্পাদনা করেছেন অরিন্দম নিজেই। আবহসঙ্গীত উৎসব মণ্ডল।

আগামী বাইশ জানুয়ারি, শনিবার, রাত আটটায় জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আকাইভের ইউটিউব চ্যানেলে এই সাক্ষীচিত্র মুক্তিলাভ করবে। সঙ্গে জীবনস্মৃতি আকাইভের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হবে এই সাক্ষীচিত্র নিয়ে একটি পুস্তিকা। যা সম্পাদনা করেছেন সোহম দাস।